প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আর চান না আ.লীগ নেতারা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছেগতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে। জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর বলে সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিমন্ত্রীর আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোন রকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।
মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

সম্মেলনে
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমার সময় আমি এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করেছিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পিছনে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম যেখানে আজ নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সে জায়গায় আজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমার সময়ই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয। মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ আমার সময়েই কারীকরণ করা হয়। ভৈরব খনন প্রকল্পের উদ্যোগ আমার সময়েই নেওয়া। তাহলে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের জন্য করেছেন কি?

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, ফরহাদ হোসেনের আমলে উন্নয়ন হয়েছে কার, উন্নয়ন হয়েছে তার পরিবারের লোকজনের। তার ভাই কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারের টাকা উঠিয়ে ফেলে, সংখ্যালঘু পরিবারের টাকা মেরে দেয়। আর ফরহাদ হোসেন দলীয় নেতাকর্মীদের কোন খোঁজ খবর না রেখে ঈদের সময় বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ কে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উন্নতি হয়েছে সেটা শুধু শেখ হাসিনারই অবদান।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের মতো চলতে দেন না। যিনি জবাবদিহিতা রাজনীতি করেন না তার বিরুদ্ধে আজ মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ এ কথা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক যখন দলের কেন্দ্রীয় সভায় কথা বলতে গেছেন তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের তাকে ধমক দিয়ে বলেন আপনি বসেন, আপনি কিসের সেক্রেটারি, আপনি তো ফরহাদ হোসেনের পিএ। সে সভায়

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সেক্রেটারি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলী বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকার বিপক্ষে কাজ করে। তার কারণেই মুজিবনগরে চারটি ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার প্রার্থী হেরেছে। আবার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ফরাজ হোসেন। আমরা সকল নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীর অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নৌকার প্রার্থীকে বিজয় করেছিলাম। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই আপনি আমাদের অবস্থা দেখুন, আমাদের কথা বুঝুন, আমরা আজ কিভাবে অত্যাচারিত। যে নেতারা মেহেরপুর ও মুজিবনগর কে আগলে রেখেছিল সেই নেতারাই আজকে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে অত্যাচারিত। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন যাকে নিয়ে আমরা এই মেহেরপুর ও মুজিবনগরে নৌকাকে জেতাতে পারবো।’

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ. ম. হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মুজিবনগর এর চারটি ইউনিয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ

হোসেন ২০২১ সালে নৌকার পক্ষে ভোট করেন নাই, ইউনিয়নবাসী সকলে এটা জানে। নৌকায় ভোট না করে উনিত নেত্রীকে মানলেন না। তাহলে উনি মুজিব আদর্শের লোক না। আমরা এখানে মুজিব সেনা দেখতে চাই। আমরা দেখেছি উনি ১১ই নভেম্বর মহাজনপুর ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, আমদহ ইউনিয়নেও নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। উনি নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করেন নাই, পরাজিত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। ‘

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন, ‘আজকে যারা মঞ্চে বসে আছে তারাই আওয়ামী লীগের রাজপথের সৈনিক। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির মৃত্যুর দিনে জানা যায় না এসে পরিবারে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বি এম স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের জানা যায় না এসে তিনি মেহেরপুর শামসুদ্দোহা পার্কে কনসার্টের উদ্বোধন করেছিলেন। অনুরোধ করেও তাকে এরকম জঘন্য কাছ থেকে নিভৃত করা যায়নি। তিনি নাকি আবার শিক্ষক, তিনি কেমন শিক্ষক। ‘

সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল,

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

সম্মেলন শেষে সভাপতি পদে ৩ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী হওয়ায় দুই দিন সময় নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রী-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার জন্য দুই দিন সময় নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের বক্তারা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর। তার আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো

সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামীলীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোনরকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।

মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ

সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমুখ।

মেহেরপুরে কর্মীসমর্থক নিয়ে মুজিব সিনেমা দেখলেন অ্যাড. আব্দুস সালাম

মুজিব সিনেমা দেখার পর মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আবেগ জড়িত কন্ঠে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন,’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে যারা পৃথিবীর কলঙ্কিত ইতিহাস তৈরি করেছে সমগ্র জাতি তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।’ প্রায় শতাধিক দলীয় ও ব্যক্তিগত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মুজিব সিনেমা দেখার পর মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুস সালাম এ কথা বলেন।

বুধবার ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শতাধিক নেতাকর্মীর বহর নিয়ে মেহেরপুর সিনেমা হলে “মুজিব—একটি জাতির রুপকার” বায়োপিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বলিত সিনেমা দেখতে উপস্থিত হন।

এ সময় তার সাথে আওয়ামী লীগ ও তাতী লীগের নেতাকর্মীসহ নিজস্ব প্রায় শতাধিক কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ডা. সাগরের সৌজন্যে মুজিব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগরের সৌজন্যে তার কর্মী সমর্থকদের জন্য মেহেরপুর সিনেমা হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার (২৫ অক্টোবর) রাতে মেহেরপুর সিনেমা হলে গাংনী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে প্রদর্শিত সিনেমাটি উপভোগ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উপ-কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগর এর নেতৃত্বে সকলকে নিয়ে “মুজিব-একটি জাতির রুপকার” বায়োপিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বলিত সিনেমা দেখতে মেহেরপুর সিনেমা হলে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সংরক্ষিত আসন-৩০৭ এর সাবেক সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মরজেম আলি,এজের আলি,আনারুল হোসেন, সানাউল্লাহ, খালেদা খানম ফেন্সি, মোঃ নিজাম উদ্দিন, সভাপতি ২ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, ৫নং মটমুড়া ইউনিয়ন শাখা, গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি, মোশারফ হোসেন, ৫নং ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ চঞ্চল, ৪নং বামুন্দি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি জিয়াউল হক, গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি জিয়াউর রহমান, গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি

শাহাজাহান আলী, হুমায়ন কবির, উপ গন যোগাযোগ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক, জয় আহমেদ, গাংনী উপজেলা উপজেলা ছাত্রলীগের সহ- সম্পাদক আবদুল্লাহ আসিল, সহ-সভাপতি, তেীফিক আজিজ মুন্না, সহ-সভাপতি রিদয় আহমেদ, উজ্জ্বল হোসেনসহ আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্র লীগের শতাধিক নেতাকর্মী।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়বাজার চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান সহ জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে তাঁতী লীগের আনন্দ র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে আনন্দ র্যালি ও লিফলেট বিতরণ করেছে সদর থানা তাঁতী লীগ।

আজ বুধবার বিকালে শহরের কাথুলী সড়ক থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শিল্পকলা একাডেমি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি নুর ইসলাম সুবাদের নেতৃত্বে জেলা তাঁতী লীগের সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম মানিক, সদর থানা তাঁতী লীগের আহবায়ক রতন শেখ, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান আবু, মুজিবনগর উপজেলা তাঁতী লীগের আহ্বায়ক মোঃ খালেক, মেহেরপুর পৌর তাঁতী লীগ সভাপতি মো: রাজিব, সাধারণ সম্পাদক রক্তিম, আমদহ ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: সুমন, মহাজনপুর ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি মো: আক্কাস আলী, সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল, মোনাখালী ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি সাহেব জোয়াদ্দার, সাধারণ সম্পাদক জমির, তাতী লীগ নেতা মো: বিজন, পালু শেখ মেম্বার, ফয়সাল, মনিসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ র্যালীতে অংশ নেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

দুর্গা পূজা উপলক্ষে নবমীতে পৌরসভা শহরে ও জেলার বিভিন্ন স্থানের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র সহ আওয়ামী লীগ ও জেলা যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নেতা কর্মীরা এসকল

পূজা মন্দির পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি মন্দিরে নগদ টাকা ও ব্যাংক চেক প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর পৌরসভা কালীবাড়ী বড়বাজারের কালী মন্দির, নামের বাড়ী পুজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী হরিসভা পুজা মন্ডপ, হালদার পাড়া পুজামণ্ডপ শ্রী শ্রী হরিজন (সুইপার কলোনী) বাপার পুজা মণ্ডপ, বামনপাড়া পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি এড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান সহ জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে আ.লীগ নেতারা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের প্রচার করে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন দলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি কালিদাশপুর দুর্গা মন্দির, ক্যানেল পাড়া দুর্গা মন্দির, রথতলা কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির, কলেজপাড়া দুর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রত্যেক মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনে উপস্থিত সাবেক চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ারাদার টোটন বলেন, অত্যন্ত জাঁকজমক পুর্ণ ও সৌহার্দ পুর্ণ পরিবেশে আলমডাঙ্গার প্রতিটি দুর্গা মন্দিরে শারদীয় দুর্গাৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ, আমরা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে বিশ্বাস করি, এখানে সকলে মিলে মিশে যার যার ধর্ম পালন করে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

মন্দির পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,কালিদাশপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা,সম্পাদক অশিম কুমার সাহা,কালিদাসপুর মন্দির কমিটির সভাপতি শুশিল কুমার ভৌতিকা,বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিদ্রনাথ দত্ত,রাজ কুমার অধিকারি,লিপন কুমার বিশ্বাস,পরিমল কুমার কালু ঘোষ,মদন কুমার সাহা,জয় কুমার বিশ্বাস দেবদাস ব্যাধ প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে পূজা মন্ডপে নগদ অর্থ ও বস্তু বিতরণে এমপি চঞ্চল

ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে উপজেলার ৪৫ টি পূজা মন্ডপে বঙ্গবন্ধু

কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহার নগদ অর্থ ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বস্তু বিতরণ করেছেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

আজ রবিবার (২২ অক্টোবর) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যার পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্দিরে আর্থিক সহায়তা ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বস্তু বিতরণ করেন।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলু, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাবেক কুশান ইউনিয়ন পরিষদের আব্দুল হান্নান, ইউপি সদস্য এনামুল হক, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা লিমন,ছাত্র লীগ নেতা, রাব্বি হাসান, প্রদীপ কুমার হালদার, ওবায়দুল হক, আল-আমীন, নয়ন,মানিক প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী ও স্ব স্ব পূজা মন্ডপের সভাপতি সম্পাদক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গণমুখী ইশতেহার আসছে আওয়ামী লীগের

কী থাকছে এবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে? এনিয়ে গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ছিল, দলটির ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির কাছে সাধারণ মানুষের প্রস্তাব পাঠানোর শেষ দিন। কমিটির আহবায়ক, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক জানান, এরই মধ্যে বহু প্রস্তাব তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এখন চলছে যাচাই বাছাই। এর আগে গত ৩রা অক্টোবর উপ-কিমিটির পক্ষ থেকে ইশতেহারের জন্যে প্রস্তাব চেয়ে একটি গণ বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া

হয়েছিল।

তৃণমূলের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, গণমানুষের দল আওয়ামী লীগের ইশতেহার কেবলমাত্র একটি দলীয় ইশতেহার নয়। এটি প্রকৃত অর্থে গোটা জাতির ইশতেহার। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি আওয়ামী লীগের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি নির্বাচনী ইশতিহারে জাতিকে প্রদত্ত প্রতিটি অঙ্গীকার শতভাগ প্রতিপালন করেছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের প্রতিটি ইশতেহারেই সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি নানা উন্নয়নের পথনকশা ছিল। এর প্রতিটিই অত্যন্ত সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তবে, দলটির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এবারের ইশতেহার হবে স্মার্ট এবং গণমুখী। তারা বলছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দৃশ্যমান যে উন্নয়নগুলো হয়েছে তার মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। আগামী দিনের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানটাই হবে এবারের মূল প্রতিপাদ্য। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে শিল্পকারখানা স্থাপন করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মানুষের আয় বৃদ্ধি করা।

আওয়ামীলীগ গণমানুষের ইচ্ছার কথা জানতে আগ্রহী উল্লেখ করে আ্ওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির সদস্য সচিব ড. সেলিম মাহমুদ জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ইশতেহার দিয়েছিল। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইশতেহার ছিল “শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সবশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক ইশতেহার ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ।

অত্যন্ত সফলতার সাথে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারি -

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,আদালত,হাসপাতাল,ব্যবসায়িক কার্যক্রম সকল কিছুই আজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। এতে করে জনগণের ভোগান্তি যেমন কমেছে,একই সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ।

২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সাফল্য দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। জঙ্গিবাদকে দমন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি-জামাত সৃষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতা দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলতা দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ ।পাশাপাশি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সফলতার সাথে কাজ করেছে। দলীয় সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অনুযায়ীও আওয়ামী লীগ সরকার কাজের মাধ্যমে ইশতেহারের পূর্ণতা দিয়েছে। পদ্মাসেতুর মত প্রকল্প দেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ। পাশাপাশি মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল, বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সারাদেশে অসংখ্য সড়ক-মহাসড়ক,সেতু,ওভারপাস নির্মাণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ।

সেই সময় পেরিয়ে ডিজিটাল যুগের মধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ধরে এগিয়ে চলার সময় এখন। সেই বিবেচনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘গ্রাম হবে শহর’ স্লোগান থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মূল স্লোগান হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।